e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

লকডাউনেও প্রতারণা

★ লকডাউনের মধ্যেও অনলাইন প্রতারণার শিকার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট যোধপুর পার্কের আশিসকুমার রায়। তাঁর কাছে ফোনে একজন নিজেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলে পরিচয় দিয়ে জানান, তাঁর অ্যাকাউন্টটি চালু রাখতে কেওয়াইসির জন্য প্যান, আধার এবং ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের ছবি তুলে পাঠাতে হবে। তার পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে সব কিছু পাঠিয়ে দেন আশিস। তার পরেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা লোপাট।

পরিবেশ রক্ষায় মাসিক মুখপত্র
বিশেষ সংখ্যা ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

আজকের বসুন্ধরা

আগামী সংখ্যায় ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

সদ্যোজাতর জীবন বাঁচাল

★ বসিরহাট থানার সংগ্রামপুরের ঘটনা। গভীর রাতে এক সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় কুকুর। ঘটনাস্থলে গিয়ে কুকুরটি কন্যা সন্তানটিকে আগলে চিৎকার করতে থাকে। চিৎকারে স্থানীয়রা সদ্যোজাত কন্যাকে দেখতে পায়। পুলিশ শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। *(৩০.১২.১৯)*

M. - 8926420134, 8436644591 ◆ VOL-9 ◆ ISSUE- 11 ◆ SEPTEMBER 2020 ◆ REGD. RNI NO.-WBBEN/2011/41525 ◆ RS. - 2.00 ONLY.

বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনে ২২ শ্রাবণ উদযাপন

ইনসেটে বিশ্বজিৎ মহাকুড় রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মালা দিচ্ছেন।

★ **অপরেশ মণ্ডল ঃ** বিগত বছরগুলির ন্যায় এবারও বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের আবাসিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতিতে উদযাপিত হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। বিশ্বব্যাপী করোনামারীর বিভীষিকার মধ্যে নির্দিষ্ট শারীরিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয়ের সেমিনার হলে গান, বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে স্মরণ করা হলো বিশ্বকবিকে। সকাল ৭টায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। ছাত্র শিক্ষকের সম্মিলিত বেহালা ও গীটারের সমবেত অর্কেস্ট্রার তালে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন ডা. কল্যাণ আচার্য্য, অরবিন্দ মণ্ডল, দেবানন্দ দাস। রবীন্দ্রনাথ স্মরণে বক্তব্য রাখেন ক্ষিতীশ বিশাল, ত্রিদিব রিভস্, স্কুলের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড় প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের **পঞ্চম** শ্রেণির ছাত্রী সঞ্চারী মণ্ডল ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বর্ষা মজুমদার। ধূপ, দীপ ও পুষ্পে ২২ শ্রাবণ উদযাপিত হলো কবিগুরুরই সৃষ্ট গান কবিতা ও নৃত্যে। সমস্ত অর্কেস্ট্রা পরিকল্পনায় ছিলেন ডা. কল্যাণ আচার্য। এছাড়া জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী ও বিদ্যালয় সমন্বায়ক অনিতা বড়াল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ভাবগম্ভীর পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী হয়। সর্বোপরি নবম ও দশম শ্রেণির দুই আবাসিক ছাত্রী কোয়েল হালদার ও মৃন্ময়ী নায়েক আকর্ষণীয় সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি পূর্ণমাত্রা প্রদান করে।

ডেনমার্ক - ৪৪

(গত সংখ্যার পর)

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তির যোগ্যতা ঃ কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটি ইউরোপের সেরা এবং এলিট ইউনিভার্সিটিগুলোর একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে যা দরকার : — টোফেল বা আইইএলটিএস স্কোরের (ন্যূনতম ৬.৫)। — ভালো একাডেমিক গ্রেড। — মোটিভেশন লেটার। — স্ট্যান্ডার্ড সিভি। — রেফারেন্স লেটার। — আবেদন ফি ১০০ ইউরো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ইংলিশ, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোসিওলজি, ইসলামের ইতিহাস / স্টাডিজ, ইকোনমিকস, ল, ম্যাথমেটিকস, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আইইএলটিএস স্কোরের ৬.০ দিয়েও ভর্তি সম্ভব।

একাডেমিক সেশন ও ভর্তির ডেড লাইন : মূলত নরডিক অঞ্চলে একটাই একাডেমিক সেশন থাকে এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর ছাড়া জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সেশনে হাতেগোনা ন্যূনতম কিছু প্রোগ্রাম অফার করে থাকলেও এ অঞ্চলে সেশন একটাই অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর সেশন। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বর থেকে এবং আবেদনের শেষ তারিখ জানুয়ারির ১৫ তারিখ।

এরপর দুয়ের পাতায়

শিক্ষা সংক্রান্ত

সেরা ৫ কার্টুন চরিত্র

★ **১) টম ও জেরি।** এক্ষেত্রে টমকে বাদ দিয়ে জেরিকে অথবা জেরিকে বাদ দিয়ে টমকে প্রথম ঘোষনা করা সম্ভব হয়নি। একজনকে ছাড়া আরেকজনকে যে ভাবাই যায় না। তাই যুগ্মভাবে দুজনই শিশুদের পছন্দের তালিকায় প্রথম। **২) পাপাই :** 'আই অ্যাম পপাই দ্য সেইলর ম্যান'। হুঁ, পপাই নামের এই নাবিককে সবাই চেনে। এমনিতে রোগা-পটকা হলে কি হবে, একবার স্পিনাচ খেয়ে নিলেই গোটা দশেক গুন্ডাপান্ডা সে এক হাতে কাবু করতে পারে। **৩) মিকি মাউস :** বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র। ১৯২৮ সালে ডিজনি এই চরিত্রটির জন্ম দেন। মিকি মাউস শুধু দেখতেই নয়, আঁকতেও ছোটোরা খুব ভালোবাসে। **৪) বাগস বানি :** লুনি টিউন্স! শুনলেই বাগস বানির কথা মনে পরে যায়। বিশ্বের সবচেয়ে মজার সব কার্টুন চরিত্রর মধ্যে বাগস বানি অন্যতম। তার 'হোয়াটস আপ ডগ' সংলাপটিও ভিশন জনপ্রিয়। **৫) স্কুবি ডু :** শ্যাগির সঙ্গে আজব সব ঝামেলা পাকিয়ে, বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার হাস্যকর সব উপায় বের করাই হল স্কুবির কাজ।

১৪ বছরের আগে মোবাইল নয় : বিল গেটস

★ ১৪ বছরের আগে ছেলে-মেয়েদের হাতে কোনওভাবেই মোবাইল ফোন দেবেন না। বাবা-মায়েদের এমনই পরামর্শ দিচ্ছেন খোদ মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটস। নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রেও কঠোর ছিলেন তিনি। তিন সন্তানকে হাইস্কুলে ওঠার আগে মোবাইল হাতে দেননি। তাঁর মতে, 'বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন খুব সহজ কাজ নয়। অভিভাবকরাই ঠিক করবেন একজন শিশুর বেড়ে ওঠা কেমন হবে। তাই শিশুর হাতে কখন মোবাইল তুলে দেবেন, সে সিদ্ধান্তও অভিভাবকের।

★ বইমেলার প্রথম শহীদঃ ১৯৯৭. বইমেলা পড়ছে। উদভ্রান্তের মতো দৌড়াচ্ছে সবাই। ভীড়ের চাপে মারা গেলেন যতীন রায়। বইমেলার প্রথম শহীদ।

পরিবেশ

পরিবেশ বাঁচাতে প্লাস্টিকের বাড়ি নির্মাণ

★ প্লাস্টিক মানবজীবনে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে একথা ঠিক, তবে ক্ষতিও করেছে ঢের। এমন সময়ে হায়দরাবাদের এক দম্পতি প্লাস্টিক বর্জ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে পুনরায় ব্যবহার করে তৈরি করেছেন একপ্রকার সিট আর তা দিয়েই তৈরি হচ্ছে বাড়ি। শুধু বাড়ি নয় সঙ্গে অন্যান্য জিনিসপত্রও। প্রশান্ত লিঙ্গাম ও তাঁর স্ত্রী অরুণা বিগত এক দশক ধরেই বাড়ি ও বাঁশের আসবাব তৈরি করে আসছেন। ২০১৭ সাল নাগাদ একটি ভিডিয়োয় দেখেন একটি ষাঁড়ের পেট থেকে প্লাস্টিক বের করা হচ্ছে। সেই কষ্ট দেখে তাঁরা বর্জ্য প্লাস্টিককে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করেছেন বিশেষ ধরনের সিট। তা দিয়েই বাড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করছেন ওই দম্পতি। বলেন, প্লাইউডের পরিবর্ত হিসাবে দুধের প্যাকেট দিয়ে প্রথমে পাতলা প্লাস্টিকের তক্তা বানাতে শুরু করি। যা দিয়ে আসবাব, বেঞ্চ, বাসের ছাউনি ইত্যাদি করা যায়। হায়দরাবাদের উন্নয়ে প্রথম বাড়িটি তৈরি করেন তাঁরা। ৮০০ বর্গফুটের বাড়ি বানাতে প্রায় ৭ টন প্লাস্টিক ব্যবহার করতে হয়েছিল। তবে প্লাস্টিকের বাড়ি শক্ত হবে তো? না, ভয়ের কোনও কারণ নেই, অভয় দিচ্ছেন দম্পতি। প্রশান্তের কথায়, ইট বা মর্টারের বাড়ির থেকে কোনও অংশে কম নয় প্লাস্টিকের বাড়ি। উল্লেখ্য, কংক্রিটের বাড়ি বানানোর থেকে অনেক কম খরচেই তৈরি হয় প্লাস্টিকের বাড়ি। যাতে ৩০ থেকে ৪০ বছর অনায়াসেই কাটানো সম্ভব। প্রথমে কেউ পাশে ছিল না। তবে আশার কথা বর্তমানে তেলেঙ্গানা সরকার ও হায়দরাবাদ পুরসংস্থা বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। *(১৮.৮.১৯)*

বই সফর

★ ব্যতিক্রমী পথে নেদারল্যান্ডস। 'বই-সিবস' পালন করার এক অভূতপূর্ব পন্থা নিয়েছে এই দেশ। যাঁরা বই পড়েন, তাঁদের জন্য ট্রেনের টিকিটে ছাড় দেওয়া হবে। পরীক্ষকে টিকিটের বদলে বই দেখাতে পারলেই রেহাই। বই পড়ার প্রতি মানুষকে আরও উৎসাহিত করতেই এমন উদ্যোগ। বইয়ের সঙ্গে বাঙালির সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যেমন প্রাচীন, তেমনই অচ্ছেদ্য। গত শতকের আট ও নয়ের দশকেও বিয়ে কিংবা জন্মদিনের মতো আনন্দোৎসবে বই উপহার দেওয়া হত। এবং গ্রহীতা তাতে যথেষ্ট প্রীতি বোধ করতেন। বহু বাড়িতে পুরনো বইয়ের তাকে আজও সেসব বই স্মৃতিফলক হয়ে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু নতুন সহস্রাব্দের শুরু থেকে এই পন্থা ক্রমশ ত্যাজ্য হতে থাকে। জন্মদিনে তাও-বা বই উপহার দেওয়ার ঘটনা ঘটে, কিন্তু বিয়ে শাদি উপলক্ষে একেবারেই নয়। তবে একথা ষোলো আনা সত্য যে বাঙালির বই-ভাবুক পরিচিতি সময়ের স্বরভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডিত ও বিপন্ন। এমন পরিস্থিতিতে নেদারল্যান্ডসের ঘটনা বাঙালিদের বইমুখী করতে মিনারস্বরূপ নিদর্শন বলে গ্রাহ্য হতে পারে। এমন নয় যে, বই পড়ার সাবেকি স্বভাবেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে পাঠকদের। হাতে ধরা বইয়ের বদলে ডিজিটাল বই-ও স্বাগত। 'কিন্ডল রিডার'-এ কয়েক হাজার বইয়ের পিডিএফ সংস্করণ পাওয়া যায়। স্মার্টফোন বা ট্যাবেও বই পড়ার কাজটি দিব্যি চলে। ডিজিটাইজেশন ও অনায়াসে বইয়ের প্রাপ্তির সুবাদে নাকি বাস্তবে বাঁধাই করা বইয়ের বিক্রি নিম্নমুখী। নেদারল্যান্ডসের মতো উন্নত বিশ্বের দেশ বই পড়ার বৌককে অর্থকরী গুরুত্বের সঙ্গে সম্মিলিত করে নতুনতর আশার সঞ্চার ঘটিয়েছে। ট্রেনের টিকিটের বিকল্প সংস্থান একটি বই, চমৎকার ভাবনা। নিত্যজীবনের আওতায় এইভাবে বই পড়ার অনুরাগ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। মানসিক সমৃদ্ধি ও বুনিয়াদি দৃষ্টিকোণকে বহুমুখী সম্প্রচার দিতে বই পড়ার সু-অভ্যাস জারি রাখা এবং তার পক্ষে সওয়াল করে চলা প্রতি নাগরিকের কর্তব্য।

কি বিচিত্র এই প্রাণিজগৎ - ৪৬

দু'মুখো মাছ

★ কোনও দিন শুনেছেন কি দু'মুখো মাছ। এটা শুধু শোনা কথা নয়। চোখের সামনে দেখতে পাবেন। সম্প্রতি এমনই একটি অদ্ভুতদর্শন মাছের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল। নিউইয়র্কের চ্যাম্পলেন লেকে ঘুরতে গিয়ে এক দম্পতি এই অদ্ভুত চেহারার মাছ খুঁজে পেয়েছেন। ডেবি গেডেস তাঁর স্বামীর সঙ্গে ওই লেকে ঘুরতে যান। নৌকাবিহার করার সময় তাঁরা জলের মধ্যে ওই মাছটিকে দেখতে পান। ডেবি গেডেস মাছটিকে দেখাবর পর নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা হ্রদ থেকে মাছটিকে তুলে ছবি তোলার পর ফের লেকের জলে সেটিকে ছেড়ে দেন। *(২৪.৮.১৯)*

দয়ালু গ্রে প্যারট

★ চার্লস ডারউইন বলেছিলেন, প্রকৃতিতে নিরন্তর ঘটে চলেছে প্রতিযোগিতা। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরা বিনা কারণে একে অপরকে সাহায্য করে না। সম্প্রতি জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব অরনিথলজি-র গবেষকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, আফ্রিকান গ্রে প্যারট (সিতাকাস এরিথাকাস) একে অপরকে কোনও কারণ ছাড়াই সাহায্য করে। দুটি পাশাপাশি খাঁচায় দুটি গ্রে প্যারটকে রাখা হয়েছিল। একটি খাঁচায় খাবার রাখা ছিল, আর একটি খাঁচা ছিল শূন্য। দেখা যায়, খাবার খেতে শুরু করার কিছু ক্ষণের মধ্যেই দুই খাঁচার মধ্যেকার ফাঁকা জায়গা দিয়ে পাশের খাঁচার বন্ধুকে খাবার সরবরাহ করে একটি গ্রে প্যারট। ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে 'কারেন্ট বায়োলজি' জর্নালে। *(১৫.১.২০)*

'ব্ল্যাক প্যান্থার' মিলল বক্সার জঙ্গলে

★ একেবারে একজোড়ার আবির্ভাব। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ডোরাকাটাদের দেখা না মিললেও এবার বক্সা জঙ্গলে দেখা মিলেছে জোড়া ব্ল্যাক প্যান্থারের। সাধারণত দিনের আলোতে ব্ল্যাকপ্যান্থারের দেখা মেলা বিরলতম ঘটনা। গত মঙ্গলবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জয়ন্তী থেকে কিছুটা দূরে পাহাড়ের ঢালে ব্ল্যাকপ্যান্থারকে নেমে আসতে দেখে স্থানীয় ফরেস্ট গাইড। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার বন দপ্তরের পাতা ক্যামেরাট্র্যাপে ব্ল্যাক প্যান্থারের অস্পষ্ট ছবি ধরা পড়লেও একেবারেই দিনেরবেলা ওই বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীদের দেখা মেলার তথ্য ছিল না। বন দপ্তরের নথি অনুসারে উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া, গুরুমারা, নেওড়াভ্যালি, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ব্ল্যাকপ্যান্থারের অস্তিত্ব রয়েছে। *(১৮.১.২০)*

মৎস্যজীবীদের জালে সামুদ্রিক শূকর

★ মৎস্যজীবীদের জালে ধরা পড়ল সামুদ্রিক শূকর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর ২ ব্লক এলাকায়। সমুদ্র উপকূল থেকে প্রায় পাঁচ নটিক্যাল মাইল দূরে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার জালে এই জীবিত সামুদ্রিক শূকর ধরা পড়ে। তাকে বেঁধে নৌকোয় চাপিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় তুলে নিয়ে আসা হয়। সামুদ্রিক শূকরকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। *(১৮.১.২০)*

এরপর চারের পাতায়

বিবেকানন্দ কমিউনিটি কলেজ ফর ভোকেশনাল এডুকেশন

পরিচালনায় - জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আয়ের বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করতে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে। বেকারত্ব দূরীকরণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের সাধারণ যুবক যুবতীদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই সংগঠন।

উদ্দেশ্য

❖ পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ❖ ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা ❖ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ❖ বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন ❖ দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে যুগোপোযোগী প্রশিক্ষণ

বিষয় ঃ ১) ছুতোর ২) পাইপ লাইন ৩) গাড়ি মেরামত ৪) ঝালাই

—ঃ শর্তাবলী ঃ—

❖ বয়স হতে হবে ১৬ বছরের উর্ধ্বে ❖ শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা তার বেশি ❖ নির্দিষ্ট সময়ে ও ক্লাসের দিনগুলিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে ❖ কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ❖ সংগঠনের সাধারণ নিয়মাবলী পালন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ❖আধার কার্ডের জেরক্স ও ১ কপি ছবি (পাসপোর্ট) জমা দিতে হবে

প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১ মার্চ থেকে এবং আসন সংখ্যা ৩০

যোগাযোগ ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩১২

মোবাইল - ৯০৯১২০২৮৩৮, ৯৭৩২৭১৬৯২৬, ৯৭৩৫৫১২৬৯৫

ভালো বই আর ভালো মানুষকে কখনই একবারে বোঝা যায় না। তাই এদের বুঝতে হলে এদের বারবার অধ্যয়ণ করতে হয়।

আজকের বসুন্ধরা

১৫ ভাদ্র ১৪২৭, ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ (প্রকৃত ১৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

বিলুপ্তির পথে কোটি টাকা মূল্যের বালিবোড়া সাপ

★ সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের রেড স্যান্ড বোয়া সাপ উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে পাঁচ জন। সেহর জেলা থেকে সাপটি আনা হয়েছিল। পবন নগর ও শ্যাম গুজ্জরের ব্যাগ থেকে সাপ উদ্ধার হয়। পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি দেশে এই সাপ পাওয়া যায়। ইরান, পাকিস্তান এবং ভারতের কিছু কিছু অংশে 'রেড স্যান্ড বোয়া' দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে এই সাপটি বিরল পর্যায়ে। খুব অল্প সংখ্যক এই সাপ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে হয়তো বেঁচে আছে। মানুষই এদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই বিষহীন সাপটির নাম থেকেই বোঝা যায়, শুকনো জায়গা, বিশেষ করে বালুকাময় মৃত্তিকা এরা পছন্দ করে। গর্ত করে মাটির নীচে বাস করে। নিশাচর। দিনে লুকিয়ে থাকে। রাতে বার হয়। অত্যন্ত ধীরগতি। জীবনের বেশিরভাগ সময় গর্তে কাটায়।

এদের গায়ের রং লালচে থেকে হালকা হলুদ, খয়েরি রঙের হতে পারে। লম্বায় ২ ফুটের মধ্যে থাকে। কদাচিৎ ৩ ফুট হতে পারে। চোখ দুটো খুব ছোট। দেহ মসৃণ। লেজ গোলাকার, ভোঁতা হওয়ায় লেজের প্রান্ত মুখ বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক নাম Eryx johii - ইংরেজিতে ইন্ডিয়ান স্যান্ড বোয়া। বাংলায় বালিবোড়া। জার্মান প্রকৃতিবিদ Christoph Samuel John এক মিশনারি হিসেবে ১৭৭১-এ ভারতে আসেন। আমৃত্যু এখানে ছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এই সাপের নাম হয়েছে জনস্ স্যান্ড বোয়া। এরা সাধারণত রাতে ছোট ছোট স্তন্যপায়ী ধরে খায়। ইঁদুর প্রধান খাদ্য। পাখি, পোকামাকড়, গিরগিটি, অন্য সাপও ধরে খায়। এই সাপের দাম গড়ে এক কোটি টাকা। ভাবা যায়? এই সাপ ঘিরে জন্ম নিয়েছে একাধিক কুসংস্কার। বেশিরভাগ মানুষ সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ভাগ্য ফেরাতে বহু মূল্য দিয়ে এই সাপ ক্রয় করে। বিভিন্ন রোগের ওষুধ নাকি এই সাপ থেকে প্রস্তুত হয়। যদিও ভারতে ১৯৭২ থেকে এই সাপের চোরাকারবার নিষিদ্ধ।

তাই সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত রেড স্যান্ড বোয়া চাষের সর্পউদ্যান গড়ে তোলা হোক। তাহলে লুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে এই অতি মূল্যবান সাপটি। আন্তর্জাতিক বাজারে এই সাপের চাহিদা ব্যাপক। সবচেয়ে বড় ক্রেতা চিন। চিনে বিশেষ করে ওষুধ প্রস্তুতে এই সাপের ব্যবহার হচ্ছে যুগ যুগ ধরে।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

বিলাতি কিকার - ৬০

★ **ড. সুভাষ মিস্ত্রী :** পারকিনসোনিয়া একুলিয়েটা (Parkinsonia aculeate) প্রজাতির বিলাতি কিকার প্রকৃতিপক্ষে সুন্দরবনের উদ্ভিদ নয়। লবণযুক্ত বালিমাটিতে অভিযোজনে সক্ষম হওয়ায় আমেরিকা থেকে এনে সুন্দরবনে রাস্তার ধারে বা নদীর চড়ায় লাগানো হচ্ছে। বর্তমানে বিলাতি কিকার সুন্দরবনের উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। বড় আকারের এই গুল্ম বাহারী গাছ হিসাবেও বাগানে লাগানো হয়। সবুজপাতা পক্ষল যৌগিক। ছোট ছোট হলুদ রঙের ফুল হয়। শুঁটি চ্যাপ্টা ও রসাল। মার্চ থেকে মে ফুল ফল হয়। ফল অবিদারী। যদিও মাটির মধ্যে থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়। ভূমিক্ষয় রোধ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি সহায়ক বিলাতি কিকার কাগজের মন্ড তৈরিতে, গৃহস্থালির নানা কাজে ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম পাতার পর

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়

বাৎসরিক টিউশন ফি : ৭ হাজার ইউরো থেকে ১২ হাজার ইউরো পর্যন্ত। বিশেষত আর্টস ও সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদের আন্তর্ভাষীন প্রোগ্রামের টিউশন ফি সবচেয়ে কম হলেও সায়েন্স বিভাগের টিউশন ফি সবচেয়ে বেশি ধার্য করা হয়।

স্কলারশিপ : ডেনমার্কে প্রতিটি কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে ডেনিশ সরকারি স্কলারশিপ। বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ে আবেদন করতে পারেন এ স্কলারশিপের জন্য। যোগ্য শিক্ষার্থীরা পাবেন প্রতি মাসে প্রায় এক হাজার ইউরোর সমপরিমাণ আর্থিক অনুদান ও বিনা-বেতনে পড়াশোনার সুযোগ।

পার্টটাইম জব সুবিধা : ডেনমার্কে পড়ুয়া ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীরা ক্লাস চলাকালে সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘন্টা কাজের সুযোগ পেলেও জুন-জুলাই এবং আগস্ট মাসে অর্থাৎ গ্রীষ্মের ছুটিতে ফুলটাইম কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

সুবিধাসমূহ : স্টাবলিশমেন্ট কার্ড (মাস্টার্স শেষ করে ২ বছরের ওয়ার্ক পারমিট)। কোপেনহেগেনে কাজের সুযোগ-সুবিধার পরিধি অন্যান্য শহরের চেয়ে অনেক বেশি। ঘন্টা প্রতি উচ্চ পেমেন্ট রেট। ডেনমার্ককে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় মাইগ্রেশনের সুযোগ।

অসুবিধাসমূহ : মারাত্মক আবাসন সংকট। সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর (সিপিআর) বিড়ম্বনা। পড়াশোনা শেষে প্রফেশনাল জব সংকট। ভাষাগত সমস্যা। পারমানেন্ট বা স্থায়ী হিসেবে বসবাসের সুযোগ হ্রাস। ডেনমার্কে পড়াশোনার পাশাপাশি জব করে টিউশন ফি তোলা অসম্ভব না হলেও বেশ দুরূহ কাজ।

আপনি কি ডেনমার্ক তথা উত্তর ইউরোপের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহী? আপনি ওপরে দেওয়া ইউনিভার্সিটি হোম পেজ, অফিশিয়ার ফেসবুক ইত্যাদির সহায়তা নিতে পারেন এবং নিজে নিজে ভর্তির চেষ্টা করতে পারেন কোনো ঝামেলা ছাড়া। আমরা সবাই চাই, বাংলাদেশের মেধাবী ছেলেমেয়েরা ডেনমার্কসহ এই অঞ্চলের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করুক এবং এই শিক্ষা লাভ শেষে নিজ দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাক। ***(লেখক - মোহাম্মদ ফয়সাল, কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক, ৮ আগস্ট ২০১৭)***

শিক্ষা - ২৭

শিক্ষক বাছারই

★ পৃথিবীর সবচাইতে উন্নত দেশগুলো যেমন ফিনল্যান্ড, জাপান, নরওয়ে ইত্যাদি দেশগুলোতে স্কুল শিক্ষকতা হচ্ছে ওই দেশগুলোর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশি বেতনের চাকরিগুলোর মধ্যে একটি। কারণ তারা জেনে গেছে, একটি দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের শীর্ষে নিতে হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সবচেয়ে ভালো হতে হবে। তাই শিক্ষক নির্বাচন করা হয় দেশের সেরা গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে থেকে। ফিনল্যান্ডের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আপনি শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে চাইলে আপনাকে আপনার ক্লাসে প্রথম ১০ জনের মধ্যে থাকতে হবে। এর বাইরে হলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। অ্যাপ্লাই করার পর প্রতি প্রার্থী এক বছরেরও বেশি সময় কোনও না কোনও স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন। এই সময় চলে তাঁদের নানারকম প্রশিক্ষণ। স্কুলের সবচেয়ে ভালো শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁকে থেকে থেকে তাঁদের ক্লাস দেখতে হয়। এরপর কিছুদিন পর সে নিজে ক্লাস নেওয়ার উপযুক্ত হলে তাঁকে নিজে নিজে ক্লাস নিতে দেওয়া হয়। তখন আবার সিনিয়র শিক্ষকরা তাঁর ক্লাসগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। মাঝে মাঝে আবার শিক্ষা মন্ত্রকের বিশেষ প্রশিক্ষকরা এসে সেই ক্লাসগুলো মূল্যায়ণ করেন। সে ক্লাসটা কত ইন্টারেস্টিংভাবে নিচ্ছে, তার গ্রুপওয়ার্কগুলো কেমন হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মনোযোগ দিচ্ছে কিনা, ঠিকমতো শিখছে কি না ইত্যাদি দেখা যায়।

এক বছরের এই প্রশিক্ষণে থাকে ভাইভা, থাকে লিখিত পরীক্ষা আর সবশেষে প্র্যাকটিক্যাল (আসল ক্লাস নেওয়া) পরীক্ষা। এই এক বছরের প্রশিক্ষণের পর সব প্রার্থীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে সেরা ১০ শতাংশ প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে। গাণিতিক হিসাবে ফিনল্যান্ডের সেরা ১ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট আসলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেন। বাকিদের মধ্যে পরের সেরা প্রার্থীরা সুযোগ পায় হাইস্কুল এবং কলেজ লেভেলে শিক্ষক হওয়ার। আর সব শেষে যাঁরা থাকেন, তাঁরা এরপর সুযোগ নেন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হওয়ার। এবং এই ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নেওয়ার সময় তাঁরা যে এক বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, এই ব্যাপারটিকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। এটার জন্য তাঁরা একস্ট্রা মার্কস পান। যাঁরা ইউনির্ভাসিটিতেও শিক্ষক হতে পারলেন না, তাঁরাও এই এক বছরকে তাঁদের জীবন থেকে নষ্ট হল বলে মনে করেন না। তাঁরা এই এক বছরকে তাঁদের জীবনের সেরা প্রশিক্ষণ এবং নিজের দক্ষতা উন্নয়নের একটি সুযোগ হিসাবে দেখেন। কারণ তাঁরা জানেন একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে প্রতিদিন যে পরিমাণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়, সেটি অন্য কোনও জবে করতে হয় না। যাঁরা ফিলন্যান্ডের স্কুল শিক্ষক হওয়ার এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তাঁরা অন্য যে কোনও সেক্টরে ভালো করে। যেই দেশ নিজের সেরা ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে, সেই দেশের ছাত্রছাত্রীরা তো পৃথিবীসেরা হবেই।

এডুকেশনাল থেরাপি

★ রিম্পিকে স্কুলে পাঠানো যায় না। স্কুলে যা পড়াচ্ছে তা যেন তমোনাশ ঠিকমতো নিতে পাচ্ছে না। অমলের ছোটো ছেলেটা ক্লাস সিক্সে আবার ২ বার ফেল করল। এইসব সমস্যা অনেক বাড়িতে রয়েছে। সমস্যাপূর্ণ ওইসব শিক্ষার্থীদের সব লক্ষণ হল — ১) ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা (২) বাড়িতে কাজ (লেখাপড়া) করতে না পারা (৩) পরোক্ষচাপে পড়ালেখা এড়িয়ে চলা (৪) অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি (৫) অসংলগ্ন আচরণ (৬) নির্দেশ অনুসরণে অক্ষমতা (৭) স্কুলে যাওয়ার সময় অসুখের ভান করা (৮) পরীক্ষায় খারাপ ফল করা (৯) পড়া বুঝতে অসুবিধা (১১) স্কুল-বাড়ির মধ্যে একটা পড়ালেখাগত ফারাক তৈরি হওয়া। ছোটোছোটো শিক্ষার্থীদের একটু ধৈর্য্য ধরে দেখাশুনো করলে ও বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করলে ওইসব শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা ফিরে পায়, পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করে। সন্তানের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে এইসব বিষয়ে — ১) উচ্চারণ করে পড়া (২) বানান করে পড়া (৩) অঙ্ক কষা (৪) কম্পিহেনশন করা (৫) লেখার অভ্যাস তৈরি করা (৬) জ্যামিতির সমাধান করা (৭) ছাত্রছাত্রীদের সঠিক উচ্চারণ শেখানো (৮) শোনার ক্ষমতা বাড়ানো। যে পদ্ধতিতে ওইসব ক্ষেত্রে উৎকর্ষ বাড়ানো হয় সেই পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় এডুকেশনাল থেরাপি। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় বারবার ফেল করলে বা স্কুলে যেতে না চাইলে বা তাদের বোঝার অক্ষমতা থাকলে তাদের উপযুক্ত এডুকেশনাল থেরাপি করালে তারা স্বাভাবিক ভাবে লেখাপড়া করতে পারে।

মিষ্টি ভাষা

★ UNESCO এর তত্ত্বাবধানে 'বাংলা ভাষাকে' "Sweetest Language In the World" হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। স্প্যানিস ও ডাচকে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে।

বই নিয়ে কিছু তথ্য

★ অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর সব লেখাই লিখতেন বাংলা টাইপরাইটারে।
★ আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সব গল্প-উপন্যাসের শেষটা আগে লিখে নিতেন, তারপর প্রথম থেকে শুরু করে শেষটা অসাধারণ দক্ষতায় মিলিয়ে দিতেন।

দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ৪২টি কথ্যভাষা

★ ভারতে প্রাচীনকালের অনেক ভাষাই আজ লুপ্ত। এবারে দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ৪২টি কথ্যভাষা। সম্প্রতি ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে একটি বিপন্ন ভাষার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে এই ৪২ ভাষাও। ভারতে তফসিলভুক্ত জাতীয় ভাষার সংখ্যা ২২। পাশাপাশি রয়েছে ১৬৩৫টি মাতৃভাষাও। আরও রয়েছে ২৩৪টি চিহ্নিত মাতৃভাষা। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৩১টি আঞ্চলিক ভাষাকেও স্বীকৃতিপ্রদান করেছে। তার বাইরে রয়েছে ১০০টি নির্দিষ্ট ভাষা, যাতে কথা বলা মানুষের সংখ্যা বর্তমানে এক লক্ষেরও বেশি। এর মধ্যেই আবার ৪২টি ভাষায় কথা বলে ১০ হাজারের কম মানুষ। সেই ৪২টি ভাষার লোকসংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়াতেই ইউনেস্কো তাকে বিপন্ন ভাষার তালিকায় স্থান দিয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান আন্দামান ও নিকোবরের ১০টি ভাষা, যেমন গ্রেট আন্দামানিজ, জারোয়া, লুরো, মুয়েট, ওঙ্গে, পু, সানেন্যিও, সেন্টিলিজ, শম্পেন ও তাক্কাহানিল্যাং। মণিপুরের আমিল, আকা, কইরেন, লামগাঙ্গ, লাংরোং, পুরুম ও তারাও ভাষা বিপন্ন ভাষার তালিকায় উঠে এসেছে। বাঘাতি, হান্ডুরি, পাভোলি, সিরমাউদি ইত্যাদি হিমাচলী ভাষায় একসময়ে বহু মানুষ কথা বলতেন, কিন্তু ক্রমশ তাঁদের সংখ্যা কমে আসায় এই ভাষাগুলি এখন বিপন্নভাষার তালিকায় স্থান পেয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের গাডাবা ও নহিকি, তামিলনাড়ুর টোটো ও টোডা, অরুণাচলপ্রদেশের ম্রা ও না, অসমের টাইনোরা ও টাইরং, উত্তরাখণ্ডের বঙ্গানি, ঝাড়খণ্ডের বিরজোড়, মহারাষ্ট্রের নিহালি, মেঘালয়ের রুগা ও পশ্চিমবঙ্গের টোটো এই ৪২টি ভাষার অন্তর্গত। *(২১.২.১৮)*

বাইবেল চুরির নেপথ্যে খোদ অধ্যাপক

★ ঘটনাটা ঘটছে ২০১২ সাল থেকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-শিক্ষার্থীদের চোখে ধুলো দিয়ে গায়েব হয়ে যাচ্ছিল বাইবেলের প্রাচীন কপি। অবশেষে চোর ধরা পড়ল। অক্সফোর্ডস অক্সিরিঙ্কাস পেপারি প্রোজেক্ট ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্প যেখানে শতাব্দী প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি কিংবা প্রাচীন নথি সংরক্ষণ করা হয়। ১৮৯৬ সালে মিশরের এক আবর্জনা স্তূপ থেকে সেই প্রকল্পের কিছু মূল্যবান সংরক্ষণ পাওয়া গিয়েছিল। এমন গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি করার অভিযোগ ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডির্ক অবিঙ্কের বিরুদ্ধে। অন্তত ১২টি প্রাচীন বাইবেলের দুষ্প্রাপ্য সংরক্ষণ চুরি করার পর অধ্যাপক ডির্ক অবিঙ্ক বিক্রয় করে দিয়েছিলেন হবি লবি নামের একটি সংস্থাকে। ওয়াশিংটনে দাতব্য সংস্থা হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি বাইবেল মিউজিয়াম গড়ে তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত নাম হবি লবি। অক্সফোর্ডের উল্লেখিত প্রকল্পের তদারকির দায়িত্বে থাকা অলাভজনক সংস্থা 'এজিপ্ট এক্সপ্লোরেশন সোসাইটি' (ইইসি) চৌর্যবৃত্তিতে অধ্যাপকের যুক্ত থাকার ব্যাপারে ওয়াশিংটন পোস্টকে জানিয়েছেন।

নিউটনের বই

★ নিলামে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হল স্যার আইজ্যাক নিউটনের লেখা বই 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা'। নিউইয়র্কে ক্রিস্টিস অকশন সংস্থাই ২.৫ কোটি টাকায় এই বই নিলামে তোলে। তবে এই বই কে কিনেছে তা জানা যায়নি। এর আগে কোনও বিজ্ঞানীর বই এত দামে বিক্রি হয়নি। ১৭৮৭ সালে লেখা এই বইটিতে প্রথম গতিসূত্র এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন নিউটন। প্রথম সংস্করণ ইউরোপের জন্য ৮০টি এবং শুধুমাত্র ব্রিটেনের জন্য ৪০০টি বই ছাপা হয়ে গিয়েছে। এই বইটিও সেই প্রথম সংস্করণের একটি বলে জানা গিয়েছে। ২৫২ পাতার বইটিতে কাঠের খোদাই করা রয়েছে। আছে নকশা করাও। *(১৯.১২.১৬)*

পাস না করলে, হবে না বিয়ে

★ বিয়ে করতে গেলে আগে শেষ করতে হবে প্রি ওয়েডিং কোর্স। যে কোর্সের মেয়াদ ৩ মাস। সেই কোর্স সফল ভাবে শেষ করে সরকারের থেকে প্রশংসাপত্র নিয়ে তবেই করে যাবে বিয়ে। ২০২০ থেকে এ রকমই নিয়ম চালু হতে চলেছে ইন্দোনেশিয়ায়। এই কোর্স পাস না করলে করা যাবে না বিয়ে। সরকারের থেকে বিনামূল্যেই করানো হবে এই কোর্স। সেই কোর্সে থাকবে — যৌন শিক্ষা, বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক জ্ঞান ও সন্তান বড় করে তোলার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। *(২৬.১১.১৯)*

স্নাতক সাঁতার

★ স্নাতকের ডিগ্রি পেতে হলে হাতে অবশ্যই রাখতে হবে সাঁতার জানার ডিগ্রি। এমনই জানিয়ে দিল চিনের জিঙহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়। চিনের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ছাত্রী-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য সাঁতার জানা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি সাঁতারের জন্য রীতিমতো পড়ুয়াদের পরীক্ষাও নেওয়া হচ্ছে। ৫০ মিটার যেতে পারলেই কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, যে পড়ুয়ারা সাঁতার থেকে দুরস্ত, তাদের সাঁতার শেখার পরামর্শও দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি গত ২ বছরে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের সাঁতার শেখার সুযোগও দিচ্ছে তারা। *(৩১.৩.১৭)*

বাংলাদেশ-৩৭

স্যর ফজলে হাসান আবেদ (৮৩) প্রয়াত

★ বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ব্র্যাক-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যর ফজলে হাসান আবেদ প্রয়াত। শুক্রবার রাত ৮টা ২৮ মিনিটে ঢাকার বসুন্ধরার অ্যাপোলো হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকার বনানী কবরস্তানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। চলতি বছর স্যর ফজলে আবেদ ব্র্যাক-এর চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তাঁকে প্রতিষ্ঠানটির এমেরিটাস চেয়ার নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭২ সালে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করার পর সংস্থাটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় স্যর আবেদ বাংলাদেশ ও বিশ্বের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। ১৯৮০ সালে ওয়াইজ প্রাইজ অফ এডুকেশন, ২০১৪ সালে লিও টলস্টয় ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড মেডেল, স্প্যানিশ অর্ডার অফ সিভিল মেরিট, ২০১৫ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পুরস্কার অর্জন করেন। সর্বশেষ চলতি বছর তিনি সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সাউথ এশিয়ান ডায়াসপোরা অ্যাওয়ার্ড শিক্ষায় ভূমিকা রাখায় ইয়াডান পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। *(২২.১২.১৯)*

বৃষ্টির জল সংরক্ষণে জোর দিলেন শেখ হাসিনা

★ বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পানি দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এ কথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, ৮৭ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানির আওতায় এসেছে। শতভাগ মানুষ যাতে সুপেয় পানি পায় সে লক্ষ্যে কাজ চলছে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি কীভাবে আরও বেশি করে ধরে রাখা যায় তার পরিকল্পনা নিতে হবে। আমরা নদীমাতৃক দেশ, পানির কিন্তু অভাব নেই। তারপরও পরিবেশ ও প্রকৃতকে রক্ষা করে পানির সুব্যবস্থা করার লক্ষ্য নিয়েই সরকার এগোচ্ছে বলে জানান তিনি। উন্নয়নের নামে পুকুর ভরাট, খাল ভরাট বা নদী ভরাট এই কাজগুলি থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০০ নদী থাকার তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, নদীগুলির ধারণক্ষমতা কমে গেছে। নদীর তলদেশগুলি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে যাচ্ছে। আমি সবসময় মনে করি, ড্রেজিং করে, নাব্যতা বাড়িয়ে, বর্ষাকালের পানি যতটা বেশি আমরা সংরক্ষণ করতে পারব, তত বেশি আমাদের দেশের জন্য উপকার হবে। সারাদেশে নদী তীরবর্তী ১ হাজার ৩০ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে একটা সমস্যা ছিল। ৫৪টা নদী ভারত থেকে এসেছে। এই নদীগুলি নিয়ে ভারতের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা চলছে। *(২৮.৩.১৮)*

পকেটমার থেকে বাঁচতে জেনে রাখুন - ৫৪

বিয়ে করে লুট

★ ৮ মাসে ১১ বিয়ে। রাতের অন্ধকারে সর্বস্ব লুঠ করে পালান কনে। ডলি কি ঢোলি সিনেমার চিত্রনাট্যটা ঠিক এমনই ছিল। রিল লাইফের ডলির মতোই কোচিতে ২৮ বছরের সাক্ষী বাস্তবে এক নয়, দুই নয়, ১১ জন পুরুষকে বিয়ে করেছেন। কোচি থেকে শুরু করে কাশ্মীর। ১১ রাজ্যের ১১টি পুরুষকেই সাক্ষী নিজেই এই কাজে বেছে নিয়েছেন। অবশেষে শনিবার নয়ডায় ১২ নম্বর বিয়ে করতে গিয়ে ফেঁসে গেলেন সাক্ষী। নয়ডায় বিয়ের রাতে ১৫ লক্ষ টাকা নিয়ে পালাতে গিয়েই ধরা পড়ে যান তিনি। দেখতে সুন্দরী হওয়াতে সহজেই সকলে এই ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন। *(১৯.১২.১৬)*

ব্যাগ ছিনতাই

★ বর্ধমানের আলমগঞ্জে ব্যবসায়ী শ্রীমন্ত বেরা সোনার দোকান বন্ধ করে মোটর সাইকেলে এক সঙ্গীর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। গলি রাস্তায় ঢোকার মুখে ৩ জন যুবক তাদের লক্ষ্য করে স্প্রে করে। চোখ জ্বলতে থাকায় মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যান ২ জনেই। সেই সুযোগে ব্যাগ নিয়ে মোটর সাইকেলে চম্পট দেয় ৩ জন যুবক। দুষ্কৃতিরা মোটর সাইকেলে এসে গলির মোড়ে অপেক্ষায় ছিল। ব্যাগে ২০ গ্রাম সোনা ও ১ লাখ টাকা ছিল বলে দাবি ওই ব্যবসায়ীর। বর্ধমান থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। *(১.১.২০)*

কিউআর কোডে জালিয়াতি, লক্ষ টাকা খোয়া গেল

★ এটিএম, পেটিএম জালিয়াতিও পুরনো হয়ে গিয়েছে তাদের কাছে। এবার কিউআর কোড জালিয়াতি করে প্রায় এক লাখ টাকা জালিয়াতির শিকার হলেন গায়ক সৈকত মিত্র। পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। একটি অনলাইন বিপণিতে জিনিস কেনাবেচার জন্য গায়ক ই ওয়ালেটে টাকা মেটাতে যান। তিনি সার্চ ইঞ্জিনে ওই ই ওয়ালেট খুলতেই তাঁকে বলা হয় কিউবার কোড ব্যবহার করে টাকা মেটাতে। তাঁর মোবাইলে একটি কিউআর কোড পাঠানো হয়। সেই কোডটি স্ক্যান করার পর দেখা যায়, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে বেশি টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। তিনি বিষয়টি জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বলা হয়, ওই লেনদেন বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। তার বদলে আরও একটি কোড পাঠানো হচ্ছে। সেটিকে স্ক্যান করতে বলা হয়। সৈকতবাবু সেটিকে স্ক্যান করামাত্রই মেটি ৯৮ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়। এরপর থেকে যে দুটি নম্বর থেকে তাঁকে কিউ আর কোডগুলি পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি সুইচড অফ। *(২৪.১.২০)*

সম্পর্ক গড়ে মহিলাদের প্রতারণা

★ ভালোবাসার ভান করে মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলত। সম্পর্ক গভীর হলে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে রেখে পরে সেই ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায়। কারবার ফেঁদে বসেছিল দুই যুবক। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ বিধাননগর থেকে গ্রেপ্তার করে আনিস লোহারকার এবং বাগুইআটি থেকে আদিত্য আগরওয়ালকে। আদালত ধৃতদের ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। অভিযুক্ত দু'জনেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্য। গত নভেম্বরে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানায় এক মহিলা অভিযোগ করেন, দুই অভিযুক্ত তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভিডিও করে এবং সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ৩০ হাজার টাকা চায়। তদন্তে নেমে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। *(২৯.১.২০)*

লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেড় লক্ষ টাকা লুট

★ বসিরহাটের সঞ্জয় বিশ্বাস ক্যানিংয়ের একটি ঋণ প্রদানকারী সংস্থার ফিল্ড অফিসার। তিনি ক্যানিং থেকে বাইক নিয়ে এসেছিলেন কুলতলির মেরিগঞ্জ ৭ নম্বর বাজার সংলগ্ন কোচিয়ামারায় স্থনির্ভর গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণের টাকা সংগ্রহ করতে। তিনি দ্রুত সেই টাকা নিয়ে যখন কোচিয়ামারা বাজার ছেড়ে মেরিগঞ্জ ৭ নম্বর এলাকা দিয়ে ক্যানিংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন তখন আচমকাই তাঁর চোখে কেউ লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়। চোখে প্রচণ্ড জ্বালা হতে শুরু করলে তিনি বাইক দাঁড় করিয়ে দিতে বাধ্য হন। সেই সুযোগে দুষ্কৃতিরা তার সঙ্গে থাকা একটি কালো রঙের ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। সঞ্জয় কুলতলি থানায় দেড় লক্ষ টাকা ও ট্যাব নিয়ে নেওয়ার ঘটনাটি অভিযোগ আকারে জানান। কুলতলি থানার ওসি সুমন দাসের নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা মেরিগঞ্জ ৭ নম্বর এলাকায় হানা দিয়ে আক্রম গাজি নামে এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ট্যাব-সহ নগদ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। *(১৯.৮.১৯)*

এরপর চারের পাতায়

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ জানুয়ারি ২০২০

১ ঃ প্রয়াত বাণী ঠাকুর (৭৮) ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছিলেন বিশ্বভারতী ও বেঙ্গল মিউজিক কলেজে। তরুণ মজুমদার-সহ বেশ কিছু পরিচালকের ছবিতেও গান গেয়েছিলেন।

★ নববর্ষের শুরুতে জন্ম ৩ লাখ ৯২ হাজার শিশুর ঃ

ইউনিসেফ জানিয়েছে, নতুন বছরের প্রথম দিনে বিশ্বে ৩ লাখ ৯২ হাজার শিশু জন্ম নিতে যাচ্ছে। বিশ্বের ১৯০টি দেশে এসব শিশুর জন্ম হবে। ইউনিসেফের তালিকা অনুযায়ী — ভারত - ৬৭,৩৮৫, চিন - ৪৬,২৯৯, নাইজেরিয়া - ২৬,০৩৯, পাকিস্তান - ১৬, ৭৮৭, ইন্দোনেশিয়া - ১৩,০২০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - ১০,৪৫২, কঙ্গো - ১০,২৪৭, ইথিওপিয়া - ৮,৪৯৩, বাংলাদেশ - ৮,০৯৩। ২০২০ সালের প্রথম শিশুটির জন্ম হবে ফিজিতে ও সর্বশেষ শিশুটির জন্ম হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নতুন বছরের প্রথম দিনে অর্ধেক শিশুই ভূমিষ্ঠ হবে বিশ্বের মাত্র ৮টি দেশে। ভারত সবার শীর্ষে। এদিন ভারতে ৬৭,৩৮৫ শিশু জন্মাতে পারে। শিশু মৃত্যুর ঘটনাও কম নয়। ২০১৮ সালে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছিল। অধিকাংশই এদিনটিতে সন্তান জন্ম দেওয়ার তাড়াহুড়োয় প্রিমেচিওর শিশুর জন্ম দেয়, একমাসের মধ্যেই তারা মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। প্রতি বছর সারা বিশ্বে ২.৫ মিলিয়নের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়।

৪ ঃ নলজাতকের স্রষ্টার সহযোগী (৮৯) প্রয়াত ঃ

পৃথিবীর দ্বিতীয় টেস্ট টিউব বেবি দুর্গার স্রষ্টা ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম গবেষণা সহযোগী অধ্যাপক সুনীত মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন। তিনি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি ও বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান। দুর্গা জন্মেছিল ৩ অক্টোবর, ১৯৭৮ বেলা ১১টা ১৪ মিনিটে। এই উদ্যোগে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুজন সহযোগী ছিলেন, ডাঃ সরোজকান্তি ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক সুনীতি মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৬ সালে সুভাষকে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে বদলি না করা হলে প্রথম টেস্ট টিউব বেবি ইংল্যান্ডের লুইসির জন্মের এক বছর আগেই জন্ম নিত দুর্গা। অপমানে, অবসাদে ১৯৮১-র ৪ জুলাই আত্মঘাতী হন সুভাষ। সেই থেকে ১৯৯৬ — এই পনের বছর সুভাষের কাজের স্বীকৃতি আদায়ে স্ত্রী নমিতাদেবী এবং বিশেষত সহযোগী অধ্যাপক সুনীত মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনেকখানি।

৮ ঃ ১০০ বছরে রোটারি ক্লাব ঃ

১০০ বছরে পড়ল রোটারি ক্লাব, কলকাতা। ১৯১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এই ক্লাব তৈরি হলেও, পথ চলা শুরু হয় ১৯২০-র ১ জানুয়ারি। দেশে ও বিদেশে ক্লাবের সদস্য-সংখ্যা দেড় লক্ষেরও বেশি। ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে চলতি বছরে ৩০০ দুঃস্থ শিশু ও বয়স্কের হার্ট সার্জারি করানো হবে নিখরচায়, পুরুলিয়া অযোধ্যায় ২০০ আদিবাসী পড়ুয়ার জন্য শিশুশিক্ষা নিকেতন স্কুল হস্টেল নির্মাণ এবং কলকাতা ও শহরতলিতে ৪০০-র বেশি শৌচাগার তৈরি হবে। শৈশবকালীন বর্ণান্ধতা ও অন্ধত্ব দূর করতে এক হাজার শিশুর বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১৩ ঃ হাজার দিনে হাজার গান ঃ

ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী স্বপ্না আব্রাহাম (৪৮) দুবাইয়ের বাসিন্দা। এক হাজার দিনে এক হাজার গান গাওয়ার জন্য 'গোল্ডেন বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস' করেছেন তিনি। এই হাজার গানই নিজে লিখে, সুর দিয়ে, গেয়ে রেকর্ড করেছেন। ২০১৭ সালের ৮ এপ্রিল থেকে ২০২০ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত এই এক হাজার গান গেয়েছেন। এর আগে একই দিনে ২২টি গান গাওয়ার রেকর্ড আছে। তবে এবার একটি ডিজিটাল অ্যালবামে সবচেয়ে বেশি গান গেয়ে 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস' এর জন্য আবেদন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৪ ঃ উপেন তরফদার (৮৪) প্রয়াত ঃ বেতার সাংবাদিক। রেখে গেলেন স্ত্রী, এক পুত্রকে। ১৯৫৪ সালে যোগ দেন আকাশবাণীতে। 'সংবাদ বিচিত্রা'র সুরে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ছিলেন আকাশবাণী শিলিগুড়ির কেন্দ্র অধিকর্তাও। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ সফর করেন। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

১৭ ঃ থানায় ছাত্র পড়ান ওসি প্রবীর ঃ রিষড়া থানার ওসি প্রবীর দত্ত। কাজের ফাঁকে সময় বের করে এলাকার দুঃস্থ স্কুল পড়ুয়াদের পড়িয়ে চলেছেন নিঃস্বার্থভাবে। গত ৬ মাস ধরে থানারই দোতলায় নিঃশব্দে ১৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়াচ্ছেন। কেউ নবম কেউ দশম। প্রবীরবাবু ওদের অঙ্ক, ভৌত বিজ্ঞান ও জীবন বিজ্ঞান দেখিয়ে দেন। এই কাজের পেছনে তাঁর স্ত্রী সঞ্চিতারও অবদান রয়েছে। তিনিও ওদের অঙ্ক পড়ান। প্রতি রবিবার ও বুধবার সন্ধ্যে ৬টা - ৯টা পর্যন্ত চলে পড়ানো। অন্যান্য বই, খাতা, পেন সহ পড়াশোনার সকল সামগ্রী থানা থেকেই দেওয়া হয়। বিনা পারিশ্রমিকে ওদের আবৃত্তি, নাচ, আঁকা ও ক্যারাটে শেখানোরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৭ ঃ পদ্মশ্রী পেলেন ডাঃ অরুণোদয় ঃ ডাক্তার অরুণোদয় মণ্ডল এবার 'পদ্মশ্রী' পাচ্ছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালের বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের ৪নং চাড়ালখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এমবিবিএস পাশ করে বিভিন্ন এনজিওর স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন। ২০০০ সালে সাহেবখালির দায়পড়াতে 'সৃজন' নামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলেন। সেখানেই গরিব মানুষদের চিকিৎসার পাশাপাশি ওষুধও দেন। তাঁর পরিচিতি ছিল সুন্দরবনের 'সৃজন' হিসাবে। তাঁর পদ্মশ্রীতে সুন্দরবনবাসী খুশি।

২৯ ঃ প্রয়াত তুয়ার কাঞ্জিলাল (৮৫) ঃ ১৯৬৮ সালে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন। ১৯৭৫-এ পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে রাঙাবেলিয়া প্রকল্পের সূচনা করেন। সুন্দরবনের মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলা থেকে যে কোনও বিপদে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল সেই সংস্থা। ১৯৮৪ সালে তিনি জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার পান। সুন্দরবনকে বাঁচাতে সারাজীবনের কাজের জন্য তাঁকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয় ১৯৮৬ সালে।

★ বন্ধুর স্মৃতিতে মেলা ঃ

হেলমেট না থাকায় মোটরবাইক বুর্ণিতনায় মৃত্যু হয় ঝড়খালি হেড়ভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দিরের একাদশ শ্রেণির ছাত্র সৌরভ সরকারের। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ২৫ জানুয়ারি সৌরভ স্মৃতি সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করেছে তারা। 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'-এর বার্তা সহ বাল্যবিবাহ রোধ, নারীপাচার বন্ধ করা, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জন ও জল সংরক্ষণের মতো সামাজিক বার্তাও দেওয়া হয়েছে। সমাজ সচেতনতার বার্তায় বিভিন্ন স্টলও তৈরি হয়েছে।

সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ জানুয়ারি ২০২০

★ ১১ ঃ সাপের পেটেও প্লাস্টিক বোতল ঃ ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস অফিসার প্রামীণ কাসওয়ানের শেয়ার করা ওই ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা যাচ্ছে, একটি কেউটেসাপ গিলে ফেলা প্লাস্টিকের বোতল উগরে দিচ্ছে। ফোলা পেট নিয়ে নড়াচড়া করছে কেউটে, কয়েক জন তাকে ঘিরে আছে। একজন তাকে লাঠি খোঁচাতে কেউটে সাপটি ওই প্লাস্টিকের বোতল উগরে দিল। প্রবীণের বক্তব্য, কেউটের মতো সাপ গিলে বস্তু বের করে দিতে পারে, অন্য প্রাণীরা পারে না। এমনটা হলে তারা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা যেত।

১৫ ঃ অরুণাচলে চিনা জলঢোড়া ঃ 'ট্রাইমেরোডাইটস পারকারিনেটাস'। চিনা জ্যোতিষবিদ্যায় 'জোডিয়াক সাইন' হিসাবেও মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এবার ভারতের মাটিতেও দেখা মিলল। 'অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যান্ড রেপটাইল কনজারভেশন' পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয় এই তথ্য। চাইনিজ ওয়াটার স্নেক। ব্যথার ওষুধ থেকে সুস্বাদু নন-ভেজ ডিশ। সবেতেই অপরিহার্য এই চিনা জলঢোড়া সাপ। এবার উত্তর-পূর্ব অরুণাচলে দেখা মিলল এই চিনা প্রজাতির। রেকর্ড করলেন 'হারপেটোলজিস্ট'দের চার সদস্যের একটি দল। জলাশয়ে থাকে। ধানক্ষেতেও দেখা যায়। ৮০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। আর ব্যাঙ খায়। চিনারা এই সাপ চাষ করে খাবার জন্য। 'চাইনিজ স্নেক ওয়েল'-এর মতো 'স্নেক মেডিসিন' তৈরির জন্যও ব্যবহার হয়। জ্বর, অস্থিসন্ধির ব্যথা ও মাথাব্যথায় এই তেল খুব উপযোগী বলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের অভিমত। জলপাই রঙের সবুজ থেকে কালচে বাদামি, বেশ কয়েকটি রঙের হয় এই সরীসৃপ।

সুন্দরবনের বাঘ ঃ জানুয়ারি ২০২০

★ ২১ ঃ দুর্গাপদ মণ্ডল (৫৫) মারা গেল ঃ সুন্দরবনের ঝিলা জঙ্গলের ঘটনা। সুন্দরবন কোস্টাল থানার কুমিরমারি থেকে কাঁকড়া ধরতে যান; স্ত্রী সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে। দুর্গাপদর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। লোহার শিক দিয়ে বাঘকে পাল্টা আক্রমণ করেন স্ত্রী সন্ধ্যা। দুর্গাপদকে ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বাঘ। স্বামীর রক্তাক্ত দেহ গ্রামে আনেন। পথেই মৃত্যু হয় দুর্গাপদর।

২৮ ঃ বরুন বালার (৩০) মৃত্যু হল ঃ ঘটনা সুন্দরবনের পতিঠাকুরের খাল এলাকায়। ঝড়খালির ৩ নম্বর এলাকা থেকে সুশীল বালা তার দুই ছেলেকে নিয়ে সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। সুশীল বলল, 'নৌকা থেকে নামতেই একটি বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বরুনের উপর নৌকা থেকে লাফিয়ে। লড়াই করে বাঘের মুখ থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে আনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলে মারা যায়।

প্রশ্ন-উত্তর — ৪৭

১৬১) ভারত ও চিনের সীমানা নির্দেশক রেখার নাম কী? ১৬২) 'রানি তন্তু' কাকে বলে? ১৬৩) শব্দদূষণ পরিমাপের একক কী? ১৬৪) কলসপত্রী উদ্ভিদের বন কোন রাজ্যে দেখা যায়? ১৬৫) ৫০-এর শতকরা কত অংশ ২ হয়? ১৬৬) পিভিএক-এর পুরো কথা কী? ১৬৭) ভারতের সর্বাধিক (৬৫টি) পদক প্রাপ্তি কোন এশিয়ান গেমসে? ১৬৮) পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের স্লোগানটি কী? ১৬৯) কার নাম অনুসারে ফোর্ট উইলিয়ামের নামকরণ হয়? ১৭০) কোন মুঘল সম্রাটের সমাধি ভারতের বাইরে আছে?

গত সংখ্যার (আগস্ট) উত্তর

১৫১) রিষড়া, ১৫২) মযুরাক্ষী, ১৫৩) NH 44 (পূর্বতন NH 1A), ১৫৪) সুরাট, ১৫৫) মহাত্মা গান্ধি, ১৫৬) সিপাহি, ১৫৭) ৩ : ২, ১৫৮) নীরাজ চোপড়া, ১৫৯) জর্জ উইয়া, ১৬০) জিলহজ্জ

কি বিচিত্র এই প্রাণিজগৎ

প্রথম পাতার পর

প্রজনন কেন্দ্র থেকে উড়ল ৬টি শকুন

★ আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়ার প্রজনন কেন্দ্র থেকে আকাশে উড়ল হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির ৬টি শকুন। ২০০৬ সালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এই শকুন প্রজনন কেন্দ্র চালু হয়। প্রজনন কেন্দ্র থেকে শকুনের আকাশে ওড়ার ঘটনা দেশের মধ্যে এই প্রথম। এই প্রজনন কেন্দ্র থেকে আকাশে শকুন ছাড়া উপলক্ষে রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল রবিকান্ত সিনহা তড়িঘড়ি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আসেন। ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা জায়গা থেকে বিলুপ্তপ্রায় শকুন উদ্ধার করে এই প্রজনন কেন্দ্রে রেকে তাদের বংশবৃদ্ধি করা শুরু হয়। এখন রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজনন কেন্দ্রে স্যান্ডার বিল্ড, লঙ বিল্ড, হোয়াইট ব্যাক বিল্ড ও হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির মোট ১৩০টি শকুন রয়েছে। ডাইক্লোফেনাক নামে ওষুধ পশুর ব্যথা উপশম সহ নানা অসুখে ব্যবহৃত হয়। মরা পশুর দেহ থেকে এই ডাইক্লোফেনাক শকুনের শরীরের ঢোকালে ৭২ ঘন্টার মধ্যে শকুন মারা যায়। তার জেরে পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই পাখি। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। *(১৮.১২.১৯)*

ছটফটে পুরুষাঙ্গ মাছ

★ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমপ্রান্তে প্রবল শীতকালীন ঝড়ের পর ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রসৈকতে এক বিচিত্র দৃশ্য। কেননা, প্রথম দেখাতে মনে হতে পারে বেলাভূমিতে হাজার হাজার পুরুষাঙ্গ পড়ে রয়েছে। তবে আসলে এগুলি সামুদ্রিক প্রাণী। এদের এই বিশেষ আকৃতির কারণে, এদের নাম 'পালসিং পিনাস ফিশ' বা ছটফটে পুরুষাঙ্গ মাছ। 'দ্য ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি'-র জীববিজ্ঞানী ইভান পার প্রথম ক্যালিফোর্নিয়া সৈকতের এই দৃশ্য দেখতে পান। *(১৬.১২.১৯)*

ডলফিন ডিটেকশন ডিভাইস আবিষ্কার

★ গেঁওখালি-নুরপুর জলপথে দীর্ঘ ১৮ বছর গবেষণা চালিয়ে ডলফিন ডিটেকশন ডিভাইস আবিষ্কার করেছেন মহিষাদল রাজ কলেজের প্রাণিবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক শুভময় দাস। ডলফিনের আল্ট্রাসোনিক শব্দ শুনেই জলের তলায় ডলফিনের অবস্থান এবং সংখ্যা জানিয়ে দিতে পারবে এই ডিভাইসটি। ডিভাইসটি জাহাজ বা লঞ্চ-ট্রলারে লাগিয়ে দেওয়া হলে চালক বুঝতে পারবেন ডলফিনের উপস্থিতি। এক্ষেত্রে জালে আটকে পড়া ডলফিনকে চেষ্টা চালিয়ে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে। যন্ত্রটির সম্পূর্ণ কাজ মিটতে সময় লাগবে আরও কয়েক মাস। আগামী মার্চে পরীক্ষামূলকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র রূপনারায়ণ-হুগলিতে মারা পড়েছে ৫৪টি ডলফিন। তাই জলের তলায় ডলফিনকে দুর্ঘটনামুক্ত রাখতেই এই ডিভাইস আবিষ্কারের ভাবনা। এই ছোট ডিভাইসটি বানাতে খরচ মাত্র ৫ হাজার টাকা। ২০০ মিটার দূর পর্যন্ত ডিভাইসটি কাজ করতে সক্ষম। রাষ্ট্রীয় জলজ প্রাণী হচ্ছে ডলফিন। বর্তমানে এই সামুদ্রিক প্রাণীটি বিলুপ্তির পথে। শুভময়বাবু বলেন, মোট ৪৮টি ডলফিন স্পট খুঁজে বের করা হয়েছে, যেখানে গেলে ডলফিন দেখা যাবেই যাবে। আমরা ওই স্পটগুলোকে অভয়ারণ্যে আদলে ঘিরে ফেলার আবেদন জানিয়েছি। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যে পুরস্কৃত হয়েছে এই ডলফিন ডিকেটশন ডিভাইস। *(৪.১২.১৯)*

বিপন্ন উদ্ভিদ ও পাখিদের খোঁজে সমীক্ষা

★ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ এবং পাখির খোঁজে রাজ্যজুড়ে সমীক্ষা করবে বনদপ্তর। তাদের রক্ষা করতে সব ধরনের পদক্ষেপ করা হবে। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ এবং পাখিদের সন্ধান পেতে গোটা উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে জঙ্গল এলাকায় বিশেষজ্ঞ সংস্থা দিয়ে গবেষণা চালানো হবে। তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সমীক্ষা করে দেখবে, সেখানে কোন কোন প্রজাতির উদ্ভিদ ইতিমধ্যেই বিলুপ্তির পথে বা বাড়িয়েছে। সেগুলি এখন কত সংখ্যা রয়েছে। আগে তাদের সংখ্যা কত ছিল ইত্যাদি। কোন কারণে তাদের অস্তিত্ব এখন সঙ্কটের মুখে, সেটাও খুঁজে বের করবেন গবেষকরা। এ জন্য সম্প্রতি টেন্ডার ডেকেছে ওই দপ্তর। অতীতে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও স্থানীয় স্তরে জীবজগতের উপর সমীক্ষা হলেও এত বড় মাপে রাজ্যজুড়ে সমীক্ষা হয়নি। পরিবেশ বিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তীর পরামর্শ, সমীক্ষার পাশাপাশি বিলুপ্ত প্রজাতির উদ্ভিদ এবং পাখিদের ডিএনএ বারকোডিং করে রাখা হোক। পাশাপাশি জার্ম প্লাজম ব্যাঙ্ক এবং সিড ব্যাঙ্ক তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। রাজ্যে ১৫টি অভয়ারণ্য, ছ'টি জাতীয় উদ্যান, দুটি ব্যাঘ্র সংরক্ষিত এলাকা এবং একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ রয়েছে। ২০১২ সালে প্রকাশিত জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে ৭০০ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া ছিল। তার মধ্যে ৫৫০ প্রজাতি মসজাতীয়, ৩৫৮০ প্রজাতি গুপ্তবীজী, ৪৫০ প্রজাতির ফার্নজাতীয় এবং ৮৫০ প্রজাতির শৈবাল ও ছত্রাক শ্রেণির উদ্ভিদ। এর মধ্যে অনেকগুলি এখন বিলুপ্তপ্রায়। সবুজ বিপ্লবের আগে রাজ্যে মোট ৪২০০ ধরনের ধান ছিল। তার বেশিরভাগই এখন আর দেখা মেলে না। এছাড়া রাজ্যে ২৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ২৫ প্রজাতির পাখি, ১৪ প্রজাতির সরীসৃপের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে। *(৩১.১২.১৯)*

১০ হাজার উটের নিধন

★ উটের উৎপাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যন্ত একটি এলাকার বাসিন্দাদের। যার জেরে ১০ হাজার উট নিধনের সিদ্ধান্ত নিল স্থানীয় প্রশাসন। গুটারদের বলা হয়েছে কপ্টার থেকে গুলিবর্ষণ করতে। বুধবার থেকে এই নিধন শুরু হওয়ার কথা। এলাকায় গত কয়েক বছর ধরে উটের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। প্রবল এই গরমে জলের জন্য বাড়ি-ঘর ভেঙে ঢুকে পড়ছে তারা। উটের আতঙ্কে বাচ্চাদের রাস্তায় বের করা যাচ্ছে না। সেই কারণেই প্রশাসনের কাছে এই আবেদন করা হয়েছিল। *(৮.১.২০)*

পকেটমার থেকে বাঁচতে

প্রথম পাতার পর

ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে আত্মসাৎ ৪০ লাখ

★ ব্যক্তিগত ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে অভিনব কায়দায় প্রতারণায় জড়িত একটি চক্রের পর্দা ফাঁস করল বিধাননগর কমিশনারেট। এই চক্র প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা হাতিয়েছে। ভুয়ো একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাম করে প্রতারণা চলত। ব্যক্তিগত ঋণ লাগবে? দেবে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। ব্যাঙ্কে পার্সোনাল লোনের জন্য আবেদন করলে নানা নথি জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে অত কিছু লাগবে না। সুদও দিতে হবে কম। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এভাবে ফাঁদ পেতেছিল প্রতারক চক্র। বলা হত, ঋণ পাওয়ার জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিট-সহ কয়েকটি খাতে টাকা জমা রাখতে হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছে, তবে তা ফেরতযোগ্য। ঋণের সঙ্গে সেই টাকাও দেওয়া হবে আবেদনকারীকে। ঋণ অনুমোদনের ভুয়ো শংসাপত্রও পাঠানো হত। আবেদনকারী যখন বুঝতেন প্রতারিত হয়েছেন, ততদিন তার প্রায় লাখ টাকা চলে গিয়েছে। রাজারহাটের উন্নয়ন সমিতি নামে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাম করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, সেই গোষ্ঠীর অস্তিত্বই নেই। প্রতারিতের সংখ্যা বহু।

গত বছরের জুন মাসে বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানায় এ নিয়ে অভিযোগ জানান এয়ারপোর্ট থানা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা। ২০১৮ সালের ২৩ এপ্রিল বিজ্ঞাপন দেখে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি। মেল করে নথিও পাঠান। এরপর পর্যায়ক্রমে সিকিউরিটি ডিপোজিট, ইনশিওরেন্স, জিএসটিসহ বিভিন্ন খাতে মহিলা ৮০ হাজার টাকা জমা দেন। বলা হয়েছিল, ওই ৮০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কল্যাণীর গয়েসপুরের বাসিন্দা সুব্রত সরকারকে (৪৫) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৩টি মোবাইল ফোন ও ৫টি এটিএম কার্ড। *(১২.৯.১৯)*

সাইবার প্রতারণা থেকে বাঁচতে

★ ব্যাঙ্কথেকে বলছি বলে কেউ ফোন করলে? ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিন। মনে রাখবেন, ব্যাঙ্ক কখনও ফোনে কারও কাছে তথ্য চায় না।

মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী সুরক্ষা আবশ্যিক? — ★ সর্বদা মোবাইল লক রাখুন। তাতে অন্য কেউ আপনার তথ্য পাবে না। ★ এসএমএসে আসা কোনও লিঙ্কে ক্লিক নয়।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা নেবেন? — ★ অচেনা কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব নয়। ★ জন্ম তারিখ, বাড়ির ঠিকানা, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি শেয়ার নয়। ★ মনে রাখবেন, হ্যাকাররা এই তথ্য হাতিয়ে অনেক ক্ষতি করতে পারে। ★ তিন মাস অন্তর পাসওয়ার্ড বদলে নিন।

এটিএম কাউন্টার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী মনে রাখবেন? — ★ রক্ষীবিহীন এটিএম সব সময় এড়িয়ে চলুন। ★ ডান হাতে পিন নম্বর দেওয়ার সময় বাঁহাত দিয়ে কি বোর্ড আড়াল করে রাখুন।

যৌবনে ফিরে যাওয়ার মতো অ্যাপ ব্যবহার কর কতটা নিরাপদ? — মোটেই নিরাপদ নয়। মনে রাখবেন, ওই অ্যাপ থেকেই নিমেষে আপনার তথ্য চুরি হয়ে যেতে পারে।

অনলাইন কেনাকাটা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে কী কী করবেন? — ★ ফোনে আসা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) কখনও কাউকে জানাবেন না। ★ যে সাইট থেকে কেনাকাটা করবেন, তার সম্পর্কে খোঁজ নিন। ★ লেনদেনের আগে-পরে সমস্ত তথ্য মুছে দিন। ★ সাইবার ক্যাফে, হোটেলে বসে অনলাইন ব্যাঙ্কিং নয়। ★ অ্যাকাউন্ট নম্বর, এটিএম পাসওয়ার্ড লিখে নয় মনে রাখুন।

পলিসি, চাকরি, লটারি, মোবাইল টাওয়ার সংক্রান্ত প্রতারণা থেকে বাঁচতে কী মনে রাখবেন? — ★ কেউ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান। ★ লটারি জেতার ফোন এড়িয়ে যান। মনে রাখবেন, ফ্রিতে, কিছু মেলে না। ★ মোবাইল সংস্থা কখনও ফোনে টাওয়ার বসানোর প্রস্তাব দেয় না। ★ বেড়াতে যাওয়ার আগে কী করবেন? — যাচাই করে ভ্রমণ সংস্থার থেকে টিকিট কাটুন। *(১৬.৯.১৯)*

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার প্রতারিত

★ প্রতারিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। অভিযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস এবং পঙ্কজ কুমারকে বিহার থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জুন মাসে জীবনদীপের ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে নিজেকে বহুজাতিক সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পরিচয় দিয়ে একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ২১ লক্ষ ৫ হাজার টাকার ওভারড্রাফট দিতে বলে। ম্যানেজার নতুন। ওই অ্যাকাউন্টটির লেনদেন ভাল তাই বিশ্বাস করে টাকা পাঠিয়ে দেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর টাকা ফেরত না এলে আসল গ্রাহকের সঙ্গে ম্যানেজার কথা বলতে বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। শেক্সপিয়ার সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। *(২৪.৮.১৯)*

গোপনাঙ্গে সোনা পাচার

★ কলকাতা বিমানবন্দর দিয়ে অবৈধভাবে মুম্বইয়ে সোনা পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল ২ ব্যক্তি। তারা চিনের বাসিন্দা। ২৯.১২.১৯ তারা ইন্ডিগোর বিমানে করে কলকাতায় আসে। পরে তারা এদিন সকাল ৭টা ১৭ মিনিটের ইন্ডিগোর ৬ই ৫৩৭৯ নম্বরের বিমানে করে মুম্বইয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময়েই তাদের দেহ স্ক্যানার মেশিন দিয়ে দেখা হচ্ছিল। কারণ ওই ২ বিমানযাত্রীর হাঁটাচলা স্বাভাবিক ছিল না। এদিকে স্ক্যানার মেশিনেও তাদের দেহের মাঝ অংশে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৭টি সোনার বাঁট। যার মোট ওজন ১ কেজি ৮৮৪ গ্রাম। দাম ৭৫ লাখ টাকা। ওই ২ ব্যক্তি তাদের গোপনাঙ্গে একটি কালো প্লাস্টিকে করে সোনার বাঁট ভরে নিয়ে যাচ্ছিল। বিমানবন্দরের নিয়ম অনুযায়ী ২০ লাখ টাকার বেশি মূল্যের সোনা অবৈধভাবে পাচার করার অপরাধে ২ জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। *(৩০.১২.১৯)*

শিক্ষা সংক্রান্ত

বই কেন পড়বে?

★ গবেষণায় দেখা যায়, বইয়ের পাতা উল্টানো শুরুর ছয় মিনিটের মধ্যেই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়। ★ **মস্তিষ্ককে সচল ও ধারালো রাখে :** 'নিউরোলজি' পত্রিকার একটি গবেষণায় বলা হয়, দীর্ঘ সময়ের বই পড়ার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধ বয়সে মস্তিষ্ককে সচল রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু পড়ার সময় মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে কাজ করে যে তা নিউরোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটায় ও মেমোরি মাসলকে উজ্জীবিত করে। ★ **ভালো ঘুম সহায়ক :** ঘুমানোর আগে মন থেকে চাপ দূর করে ফেলা ও মনকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখার সুপারিশ করে থাকেন চিকিৎসকরা। একটি বই পড়া শুরু করলে ঘুম এসে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। ★ **আত্মনির্ভরশীল করে এবং বিষণ্ণতা দূরে রাখে :** আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কিছু বই আছে। বিষণ্ণতা কাজ করার ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। এটা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ডাক্তারি চিকিৎসার চেয়েও বই পড়া অনেক কার্যকর মহৌষধ। ★ **প্রকাশ-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় :** বিভিন্ন ধরনের বই পড়লে ভাষাগত দক্ষতা বেড়ে যায়। ★ **বই পড়ার আনন্দ কল্পনাশক্তি বাড়ায় :** একটা বই একটা দুনিয়া এবং প্রত্যেক লেখক তার আপন দুনিয়া সৃষ্টি করেন তার লেখনীর মাধ্যমে। একেকটা বই একেকজন লেখকের দুনিয়ায় নিয়ে যায়। এর মাধ্যমে আমাদের কল্পনাশক্তি সমৃদ্ধ হয়। ★ **তথ্য যোগাবে যেকোনও সময় :** তথ্যসমৃদ্ধ যা কিছুই পড়ো না কেন তা মস্তিষ্কে রয়ে যাবে। যত বেশি তথ্য জানবে জীবনে তত বেশি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবেন।

★ **বই পড়া নিয়ে কিছু অমিয়বাণী :** পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী হযরত মুহম্মদ সা, শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কালাম' অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানদান করেছেন, 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে। সৈয়দ মুজতবা আলী 'বই পড়া' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বই কিনে কেউ তো কখনও দেউলে হয়নি'। বই পড়া নিয়ে বিল গেটস বলেন, 'আমি যখন শুধু একজন উদ্যোক্তা ছিলাম, তখন প্রতি সপ্তাহে একটি করে বই পড়তাম। যখন উদ্যোক্তা থেকে কোটিপতি বনে গেলাম, তখনও সপ্তাহে একটি করে বই পড়তাম। দার্শনিক দেকার্তে বলেছিলেন, 'ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষদের সঙ্গে কথা বলা।' জন মেকলের মতে, 'প্রচুর বই নিয়ে গরিব হয়ে চিলেকোঠায় বসবাস করবো, তবু এমন রাজা হতে চাই না যে বই পড়তে ভালোবাসে না।' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহই বই পড়ার প্রতি এত বেশি মনোযোগী ছিলেন যে লাইব্রেরি কক্ষে কর্মচারীরা তাঁর উপস্থিতি পর্যন্ত টের পেতেন না। তাই বছরান্ত তিনি লাইব্রেরি কক্ষে তালাবন্দি হয়ে থাকতেন। বই পাঠের প্রতি মনোযোগী ছিলেন বলেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী।

গায়ে রাসায়নিক ছিটিয়ে লুট

★ জীবনতলা থানার নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা নুরুল আখন। ব্যাগে আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিও ছিল। সপ্তাহ তিনেক আগে অবসর নিয়েছেন বাসন্তী ব্লকের ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মী নুরুল। বুধবার পেনশান-সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দিতে ক্যানিংয়ে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় এসেছিলেন। ৫০ হাজার টাকা তোলেন। বিকেল ৫টা নাগাদ ক্যানিং স্টেশনে পৌঁছন ট্রেন ধরতে। সে সময়ে শরীরে হঠাৎ জ্বালা শুরু হয়। ঘটনাস্থলে থাকা জনা কয়েক তাঁকে বলেন, গায়ে পিঁপড়ে, শুঁয়োপোকা হাঁটছে। স্টেশনে পানীয় জলের কাছে গিয়ে নিজের জামা খুলে ভিজিয়ে গা মুছতে শুরু করেন নুরুল। সেই সুযোগেই তাঁর হাত থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। পরে রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। নুরুল বলেন, 'কেউ পিছন থেকে কিছু ছিটিয়ে দিয়েছিল শরীরে। জ্বালা ধরল। সেই সুযোগে আমার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। *(২৫.১.২০)*

২০ হাজারের নীচে নয় পকেটমারি

★ অস্ত্র বলতে একটি সেভিং ব্লেড। আর তার এক টানেই পকেট সাফ। ৩৩ বছরের থানেদার সিং কুশওয়াহাকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ আধিকারিকদের চক্ষু চড়ক গাছ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৭ লক্ষটাকা মূল্যের সোনার গয়নাগাটি। সঙ্গে নগদ ১৩ লক্ষ টাকা। ২০ হাজারের নীচে কখনও পকেটমারিই করেন না কুশওয়াহা। এই কাজ করেই করেছেন বিপুল সম্পদ। থাকেন তেলেঙ্গানার চন্দনগরের মতো অভিজাত এলাকায়। প্রতি মাসে তাঁকে বাড়িভাঁড়া গুনতে হয় ৩০ হাজার টাকা। দুই সন্তানকে পড়ান আন্তর্জাতিক স্কুলে। প্রত্যেকের জন্য বছরে খরচ হয় দুই লক্ষ টাকা। এহেন কুশওয়াহা একসময় পাক জঙ্গি আজমল কাসভের সঙ্গে ইয়েরওয়াড়া জেলেও বন্দি ছিলেন। ২০০৪ সাল থেকে ট্রেনে পকেটমারি করলেও ২০১৫ সালে প্রথম ধরা পড়ে। তখনও তার এত কীর্তির কথা জানা যায়নি। *(২৭.১২.১৯)*

বিয়ের চারদিনের মাথায় টাকা ও গয়না নিয়ে উধাও 'ঠগিনী' নববধূ

★ মধ্যপ্রদেশের দাউদ জেলার ছোটো পাড়ার বাসিন্দা প্রবীণের সঙ্গে আজমগড়ের রিয়ার বিয়ে ঠিক করে দিয়েছিল টিঙ্কু। মেয়ের বাড়ির আর্থিক দৈন্যদশার কথা তুলে ধরে গহনা বানানোর জন্য সে টাকাও জোগাড় করেছিল প্রবীণের পরিবার থেকে। প্রবীণের বাড়ি থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তা দিয়ে গয়না গড়িয়ে রিয়াকে দেওয়াও হয়েছিল। ৯ ডিসেম্বর বিয়ে সম্পন্ন হয় নির্বিঘ্নেই। কিন্তু ১৩ ডিসেম্বর ভোরে রিয়াকে বাড়িতে না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয় প্রবীণের পরিবার। রিয়ার পাশাপাশি অভিযোগ দায়ের করা হয় টিঙ্কুর বিরুদ্ধেও। পুলিশ সুপার জিতেন্দ্রকুমার শ্রীবাস্তব বলেন, 'ওই নববধূ নগদ ৭০ হাজার টাকা এবং ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের গয়না নিয়ে পালিয়েছে বলে জানতে পেরেছি আমরা।' প্রবীণের বাবা বলেন, প্রায় ৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। *(১৬.১২.১৯)*

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134 ● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com
EDITOR : PRABHUDAN HALDAR